টেরিজাকে নিয়ে অলৌকিকত্বের রমরমা ব্যবসা : একটি প্রতিবাদ

অভিজিৎ রায়
www.mukto-mona.com

"Do not ridicule Mother Teresa's love and dedicated acts by false claims" *- Prabir Ghosh.*

Indians love Mother Teresa despite doubts about her 'miracle'

মাদার টেরিজা নিজ কর্মে নিজেই উদ্ভাসিত; নিজ দীপ্তিতে দীপ্যমান। আর্ত মানবতার সেবায় মাদার টেরিজা আজ আমাদের এ পৃথিবীর বুকে একটি অনন্য নাম, এক জাজ্বল্যমান ধ্রুব তারা। মাত্র ১২ জন সন্যাসী নিয়ে ১৯৫০ সালে যে মিশনারিজ অব চ্যারিটি যাত্রা শুরু করেছিল আজ ১৩৩টি দেশে এই সংস্থার শাখা বিস্তৃত; প্রায় ৪৫০০ সিস্টার তার বিভিন্ন আশ্রম, বিদ্যালয় এবং হাসপাতালের দায়িত্বে রয়েছেন। তার জীবদ্দশায় টেরিজা কখনও সেইন্টহুড দাবী করেন নি। কিন্তু দারিদ্রের সেবায় উৎসর্গীকৃত মহতীপ্রাণ মাদারের মৃত্যুর মাত্র ২ বছরের মধ্যে তার ভক্তদের মধ্যে শুরু হয় তাঁকে অযাচিত ভাবে ‘blessed’ ঘোষণা করার প্রস্তুতি। সেই পর্যায়ক্রমিক ধারারই ফলশ্রুতি হিসেবে গত রবিবার সেন্ট পিটার্স গীর্জায় পোপের মাধ্যমে মাদার টেরিজাকে তার মরণোত্তর বিয়েটিফিকেশনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে স্বর্গীয় মহিমাপ্রাপ্ত ‘blessed’ (ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্যা) হিসেবে ঘোষনা করা হল। সন্তের (saint) ভুমিকায় অবতীর্ণ হতে একজন মহামানবের/মানবীর জীবনে যে দুটি অলৌকিক ঘটনা থাকা আবশ্যক, তার একটিকে ইতিমধেই মাদার টেরিজার ঘারে চাপাতে তুলে আনা হল উত্তরবঙ্গের

অখ্যাত গ্রামের মনিকা বেসরাকে। পত্রিকান্তরে ছড়িয়ে দেয়া হল যে, মাদারের মৃত্যুর পর তার মন্ত্রপুত পদকের ছোঁয়ায় নাকি অলৌকিকভাবে মনিকার পেটের টিউমার সেরে গিয়েছিল বিনা অপারেশনে। সেই থেকে অখ্যাত মনিকাও বিখ্যাত।

যাঁর রোগমুক্তিতে মাদার টেরিজার অলৌকিক ক্ষমতা 'প্রমাণিত', সেই মনিকা বেসরা রবিবার পোপের সামনে।—এএফপি

মজার ব্যাপার হচ্ছে -যে অলৌকিক কাহিনীটি মাদার টেরিজার ঘারে ইচ্ছা করে চাপানো হয়েছে, তা কিন্তুমনিকার নিজের স্বামীই (সেইকু) বিশ্বাস করেন না। একটি ভারতীয় পত্রিকার সাথে সাক্ষাতকারে সেইকু বলেন - "It is much ado about nothing," he says. "My wife was cured by the doctors and not by any miracle." যে ডাক্তার এই অসুস্থ মনিকার চিকিৎসা করেছিলেন সেসময়, তিনিও বলেছেন কোন তাবিজ-কবচ-মাদুলি বা পদকে নয়, মনিকা সুস্থ্য হয়েছেন তার নয় মাস ব্যাপি anti-tubercular medication এর সাহায্যে। কিন্তু তারপরও অলৌকিত্বের ব্যবসা চলছেই, চলবে। আমাদের মত সংশয়বাদীরা অলৌকিকত্বে সংশয় প্রকাশ করলে কি হবে, সাধারণ মানুষের মধ্যকার অন্ধ-বিশ্বাস আর কুসংস্কারকে উস্কে দিতে ভ্যাটিকেন অফিসিয়ালরা ইতিমধ্যেই ব্যাপারটিকে 'miracle' বলে ঘোষনা করেছে এবং বলেছে - 'this would strengthen her (Teresa) case for sainthood.'

কিন্তু কুসংসারের বিপরীতেও প্রগতিশীলতা আছে; আছে ধর্মান্ধদের বিপরীতে মুক্ত-মনের কিছু মানুষ - তা সংখ্যায় যত অল্পই হোক। মাদার টেরিসার নামে এই অলৌকিত্বের রমরমা ব্যবসায় আজ বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছে খোদ কলকা

তারই বাঙ্গালী কিছু মুক্ত-মনা যুক্তিবাদী। এমনি একজন যুক্তিবাদী হচ্ছেন শ্রীপ্রবীর ঘোষ। প্রবীর আমাদের 'মুক্তমনা'র একজন সন্মানিত সদস্য এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক। কোটিতে সবসময়ই কিছু মানুষ থাকেন যারা যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান-মনস্ক, অনুসন্ধিৎসু এবং সনাাতনী অন্ধ-বিশ্বাসে শ্রদ্ধাহীন,নির্ভিক, বেপরোয়া, ফলে যুগে যুগে এরা ধর্মান্ধদের হাতে অত্যাচারিত। তাঁর লিখিত 'অলৌকিক নয় লৌকিক' - যুক্তিবাদীদের কাছে একটি দর্শন - অন্ধকার থেকে আলোতে উত্তোরনের দর্শন। এই গ্রন্থে লেখক অলৌকিকত্বের প্রতিটি দাবীকেই নস্যাৎ করে ফাঁস করেছেন প্রতিটি ফাঁকি ও গোপন কৌশল, সেই সাথে তুলে এনেছেন বিশ্বের বিখ্যাততম অলৌকিক ক্ষমতাধরদের ঘটানো তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার নেপথ্য-রহস্য। বার্মুডা থেকে আদ্যামন্দির পর্যন্ত দীর্ঘ পরিক্রমায় প্রবীর তার বইয়ে দেখিয়েছেন, কোথাও অলৌকিক কিছু ছিল না, অলৌকিক কিছু নেই। পৃথিবীর সমস্ত অবতার ও অলৌকিক ক্ষমতাধরদের কৌশল আয়ত্ব করেও প্রবীর কিন্তু অবতার সাজেননি, বরং বুজরুকদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ঘোষনা করেছেন - বিশ্বের কেউ অলৌকিক ক্ষমতার প্রমান রাখলে বা কোন জ্যোতিষী অভ্রান্ত গণনার পরিচয় দিলে দেবেন ৫০ হাজার ভারতীয় টাকা। প্রবীর ঘোষের কাছে পরাজিতদের তালিকায় রয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বহু খ্যাতনামা অবতার ও জ্যোতিষী।

প্রবীর ঘোষের অলৌকিকতা বিরোধী ক্যাম্পেইন

স্বভাবতই প্রবীর এবং অন্যান্য যুক্তিবাদীরা মাদার টেরিজার miracleটিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, অন্যান্য miracle এর মতই। চ্যালেঞ্জের কারণও আছে। ভারতের মেডিকেলের ডাক্তাররাই বলছেন, ভারতীয় উপমহাদেশে এমনিতেই

অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর অন্ধ বিশ্বাসের জয় জয়কার। মাদার টেরিসার এই অলৌকিকত্ব একবার সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলে অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা আর কেউ হাসপাতালে যাবে না, যাবে সেই সব সাধু-সন্ত-বুজরুকদের কাছেই - অলৌকিক চিকিৎসায় রোগ-মুক্তির প্রত্যাশায়। আমদের সমাজ এমনিতেই অনগ্রসর, এ ধরনের অলৌকিকত্বের মিথ্যা প্রচার আমাদের ঠেলে দেবে আরও পেছনের দিকে। প্রবীর ঘোষ তার সংগঠনের মাধ্যমে বিজ্ঞান আর যুক্তিবাদকে সাধারণ মানুষের দরজায় পৌঁছে দিতে চান এবং আশা প্রকাশ করেন যে, পশ্চিমবংগ সরকার এই 'দরিদ্র-নারায়ণ' সেবার নামে জাঁকিয়ে বসা চ্যারিটি মিশনারীগুলির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে। প্রবীর নিজেই মাদার টেরিজার সংগঠনের হেড সিস্টার নির্মলার বিরুদ্ধে প্রতারনার মামলা করার উদ্যোগ নিয়েছেন; কারণ প্রবীর অভিযোগ করেন যে, এই নির্মলাই মাদার টেরিজার সেইন্টহুড নিয়ে জনসমক্ষে ব্যবসা ফেঁদেছে।

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। যুক্তিবাদীদের এই আন্দোলন কিন্তু মাদার টেরিজার অবদানকে কোনভাবে হেয় করার জন্য নয়। প্রবীর নিজেই বলেছেন যে, I have no complaint if she is declared a saint for all the great work she has done among poor people. But," he adds, "she is not capable of any miracle. It is indeed an insult to Mother Teresa to make her sainthood dependent on some stupid miracles."

আমাদের মুক্ত-মনা ওয়েব সাইটে (www.mukto-mona.com) মাদার টেরিজার জীবন যুক্তির আলোয় বিশ্লেষন করে কিছু ভিন্ন-ধর্মী প্রবন্ধ সঙ্কলিত আছে। পাঠক-পাঠিকাদের তা পড়ে দেখবার আমন্ত্রন রইল।

Avijit Roy
www.mukto-mona.com
Tuesday, October 21, 2003